চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১৩ নভেম্বর ২০১৭খ্রি.

পঞ্চবার্ষিক কর পুনঃমূল্যায়ন বিষয়ে আপিল শুনানীতে ২৬০ জন হোল্ডারের আপত্তি নিষ্পত্তি শেষে ভেল্যু কমেছে ৭১ দশমিক ৬৯ শতাংশ

১৩ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি. রাজস্ব সার্কেল-৮ এর আপিলকারীদের আপিল নিষ্পত্তির জন্য সকাল ১১ টা থেকে রিভিউ বোর্ড এর কার্যক্রম শুরু হয়। আজ ২৬০টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। আজকের শুনানীতে আপিল রিভিউ বোর্ডে উপস্থিত হওয়ার জন্য ২৮১ জন হোল্ডার এর নিকট পত্র প্রেরণ করা হলে তন্মোধ্যে ২৬০ জন হোল্ডার আপীল রিভিউ বোর্ডে শুনানীর জন্য উপস্থিত হন। আপীল রিভিউ বোর্ড হোল্ডারদের আপত্তি আমলে নিয়ে নির্ধারিত ভেল্যু থেকে গড়ে ৭১.৬৯% ছাড় দিয়েছে। এছাড়াও আপিল রিভিউ বোর্ড ১৫ জন গরীব হোল্ডারকে বছরে নামমাত্র ৫১ টাকা হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্য্য করে দিয়েছে। আপিল রিভিউ বোর্ড ২৬০ জন হোল্ডারের অ্যাসেসমেন্ট ভেল্যু ৪ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭ হাজার ১ শত টাকা ভেল্যু ধার্য্য করেছে। ফলে এ্যাসেসমেন্ট ভ্যালু থেকে ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯০ হাজার ৯ শত টাকা ভেল্যু কমেছে। আপিল রিভিউ বোর্ড দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে শুনানীতে অংশ নেন। মেয়র দপ্তরে অনুষ্ঠিত শুনানীতে সভাপতিত্ব করেন মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এবং প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার দপ্তরে রিভিউ বোর্ডের শুনানীতে মেয়রের পক্ষে সভাপতিত্ব করেন কাউন্সিলর হাবিবুল হক। আপিল রিভিউ বোর্ড সদস্য প্রকৌশলী এম.আবদুর রশিদ, এডভোকেট চন্দন বিশ্বাস, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ড. মুহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, কর কর্মকর্তা ও উপ কর কর্মকর্তা সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১৩ নভেম্বর ২০১৭খ্রি.

যক্ষামুক্ত চট্টগ্রাম গড়ার বিষয়ে মাননীয় মেয়রের সাথে চ্যালেঞ্জ টিবি এবং সিভিল সার্জন সহ অন্যদের সাক্ষাত

১৩ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি. সন্ধ্যায় নগর ভবনে মেয়র দপ্তরে মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এর সাথে চ্যালেঞ্জ টিভির কান্ট্রি প্রজেক্ট ডাইরেক্টর অস্কার কর্ডন, সিভিল সার্জন ডা. মো. আজিজুর রহমান সিদ্দিকী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যক্ষা নিরোধ কর্মসুচির ডিভিশনাল কনসালটেন্ট ডা. বিশাখা ঘোষ, চ্যালেঞ্জ টিভির চিটাগং ডিভিশনাল কো-অর্ডিনেটর সাক্ষাত করেন। এসময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ আলী, জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিবৃন্দ চট্টগ্রামকে যক্ষামুক্ত নগর হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনায় মেয়রের সহযোগিতা কামনা করেন। মেয়র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য সেবার নানাদিক তুলে ধরে বলেন, প্রতিমাসে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন লক্ষাধিক রোগীর সেবা দিয়ে যাচ্ছে। যা সিটি কর্পোরেশনের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। তিনি যক্ষা নিরোধ কার্যক্রমের সাথে জড়িতদের কার্যকর উদ্যোগ কামনা করেন।

১৩ নভেম্বর ২০১৭খ্রি.

মাননীয় মেয়রের সাথে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এক্স কাউন্সিলর ফোরাম এর মতবিনিময় এবং হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত স্মারকলিপি প্রদান

মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এর সাথে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের এক্স কাউন্সিলর ফোরাম ১৩ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি.সোমবার, সন্ধ্যায়, নগরভবনে মেয়র দপ্তরে মতবিনিময় এবং স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকরিপিতে তারা বাকলিয়া, চান্দগাও, হালিশহর সহ জোয়ারের পানিতে তলিয়ে যাওয়া এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করে হোল্ডিং ট্যাক্স না বাড়ানো এবং পূর্বে নির্ধারিত পৌরকর এর সাথে ক্ষেত্র বিশেষে ১০ থেক ২০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করে আপিল নিষ্পত্তি করন, ১৯৮৬ সনের কর বিধি সংশোধন, বাংলাদেশের ১১টি সিটি কর্পোরেশনের কর জটিলতা নিরসনে উদ্যোগ

গ্রহণ সহ নানা বিষয় তুলে ধরেন। মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন সাবেক কাউন্সিলরদের স্মারকলিপি গ্রহণ করে তাদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সাবেক জনপ্রতিনিধিরা সমাজের গুরত্বপূর্ণ অংশ। তাদের নিকট সমাজের অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। সে কারনে তাদের চিন্তা চেতনায় জনকল্যান নিহিত আছে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, মাননীয় মেয়র কোন নাগরিকের উপর কর আরোপের কোন ক্ষমতা রাখে না। সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যেভাবে সিদ্ধান্ত দেন তা কার্যকর করার জন্য মেয়র বাধ্য হন। ১৯৯৪ সন থেকে আজোবধি একই রেইটে পৌরকর নির্ধারিত হয়ে আসছে। বর্তমানে এক টাকাও পৌরকর বাড়ানো হয়নি। তারপরও নানামুখি বিভ্রান্তির বেড়াজালে জনগণকে ভুল বুঝানো হচ্ছে। যা দুঃখজনক। অপরাজনীতি,অপতৎপরতা, মিথ্যা ও ভুল তথ্য উপাত্ত তুলে ধরে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি কারও কাম্য হতে পারে না। তিনি সাবেক জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করে বলেন, ২৯ অক্টোবর থেকে চলমান আপিল রিভিউবোর্ডে কোন আপিলকারী অসন্তোষ প্রকাশ করেনি। সকলেই আপিল রিভিউবোর্ডে তাদের মতামত তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে এবং শান্তিপূর্ণভাবে আপিল নিষ্পত্তি হচ্ছে। এযাবত প্রায় ৫৭ হাজার হোল্ডার আপিল আপত্তি দাখিল করেছে। মেয়র বলেন, তার ঘোষনানুযায়ী আদিবাসি, অসচ্ছল, গরীব,নিঃস্ব ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সহ আইনদ্বারা যাদেরকে সুযোগ দিয়েছে তাদের সকলকে সর্বোচ্চ ছাড় দেয়া হচ্ছে। অনেকের ট্যাক্স ০% এবং অনেককে নামমাত্র ৫১ টাকা বাৎসরিক পৌরকর ধার্য্য করে দেয়া হচ্ছে।

এর ফলে সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষভাবে আপিল বোর্ড দায়িত্বপালন করতে সক্ষম হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে মেয়র বলেন, পদ্ধতিগত বিষয়ে হয়ত অনেকের আপত্তি থাকতে পারে, কারন বিগত ১৯৯৪ সন থেকে বিগত মেয়র পর্যন্ত এ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে ভাড়া নির্ধারনে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। বর্তমানে বিধি-বিধানের আওতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোন ধরনের অনিয়ম করার সুযোগ নেই। তা স্বত্বেও রিভিউ বোর্ড সর্বোচ্চ ছাড় দিয়ে আপিল নিষ্পত্তি করে যাচ্ছে। যা প্রশংসার দাবী রাখতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে মেয়র আরো বলেন, ১৯৯৪ সনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বছরে প্রশাসনিক ব্যয় ছিল ১৭ কোটি টাকা। ২০১০-২০১১ তে প্রশাসনিক ব্যয় ছিল ৭১ কোটি টাকা। ২০১৭ সনের বর্তমানে প্রশাসনিক ব্যয় প্রায় ১৯২ কোটি টাকা। উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে ম্যাচিং ফান্ডে ২০-৩০ শতাংশ টাকা যোগান দিতে হচ্ছে। এদতস্বত্বেও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সর্বসাধারনের স্বার্থ সংরক্ষণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। মেয়র আশা করেন,

সাবেক কমিশনার ও কাউন্সিলরবৃন্দ তাদের মেধা,বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সেবাধর্মী সকল কার্যক্রমে সহযোগিতার হাত প্রশস্থ করবেন। এক্স কাউন্সিলরদের মতবিনিময় সভায় সাবেক কমিশনার ও কাউন্সিলর সর্ব জনাব এম এ নাছের, মাহববুল আলম, মো. আনোয়ার হোসেন, মো. জাবেদ নজরুল ইসলাম, মো. হোসেন, জয়নাল আবদীন, নিয়াজ মো. খান, এম এ মালেক, জামাল হোসেন, এ এস এম জাফর, নাজিম উদ্দিন আহমেদ, মো. ইসমাইল হোসেন, মো. নুরুল হুদা লালু, হাজী আলী বক্স, মো. জাফর আলম চৌধুরী ও বিজয় কুমার চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। মেয়রের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন কাউন্সিলর নিয়াজ মোহাম্মদ খান ও মো. জামাল হোসেন সহ অন্যরা।

১৩ নভেম্বর ২০১৭খ্রি.

মাননীয় মেয়রের নির্দেশে সীতাকুন্ড উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের শীতলপুরে মশকনিধন অভিযান

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের শীতলপুর গ্রামের জেলে পাড়ায় চিকনগুনিয়া ছড়িয়ে পড়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুরোধে মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন মশকনিধন কার্যক্রম পরিচালনা করেন । ১২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি. সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মশকনিধন টীম সেখানে যায় এবং ৪টি ফগার মেশিন দ্বারা ১০০ লি: এডালডিসাইড ও ৫টি হ্যান্ড স্প্রে মেশিন এর সাহায্যে ৫ লিঃ লার্ভিসাইড ছিটানো হয়।

এ অভিযানে চসিক পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা হাছান রশিদ, সুপার ভাইজার মো. হাসেম সহ ৯জন স্প্রেম্যান কাজ করে। এ সময় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মনির আহমদ, ইউপি সদস্য মো. ইয়াকুব ও সীতাকুন্ড থানা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. ফরহাদ সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

১৩ নভেম্বর ২০১৭খ্রি.

চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারী শ্রমিক কর্মচারী লীগ (সিবিএ)'র বিশেষ সাধারণ সভায় মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বর্তমান সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষনে অঙ্গীকারাবদ্ধ

মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে বন্দরের শ্রমিক ও কর্মচারীদের অবদান অপরিসীম। তারা জীবন বাজি রেখে ১৯৭১ সনে ২৩ মার্চ অস্ত্রবোঝাই সোয়াত জাহাজ ঘেরাও করে ইতিহাসে নজির স্থাপন করেছেন। সেই শ্রমিকদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোন সুযোগ নেই। মেয়র বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও নৌ পরিবহন মন্ত্রী শ্রমিকবান্ধব। বর্তমান সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তিনি আশা করেন, বন্দর ব্যবহারকারী শ্রমিক কর্মচারী লীগ (সিবিএ)'র বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে ২০১০ সনে সম্পাদিত ১৪ দফা দাবী ও চুক্তির শর্ত বন্দর কর্তৃপক্ষ মেনে নেবেন। মেয়র শ্রমিকদের দাবী ও চুক্তির শর্ত বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রসঙ্গক্রমে মেয়র বলেন, বন্দরের নীতি নির্ধারকগণ বিবেক দিয়ে শ্রমিকদের বিষয়গুলো বিবেচনায় আনলে শ্রমিক শ্রেণী তাদের অধিকার ফিরে পাবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের সংবেদনশীল হওয়ার পরামর্শ দেন। জনাব আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বেড়েছে। এ সক্ষমতা বৃদ্ধির পেছনে শ্রমিক শ্রেণীর ঘাম ও শ্রম রয়েছে। এ বন্দরে সক্ষমতা আরো বৃদ্ধিতে শ্রমিকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারের ভাবমূর্তি, বন্দরের স্বার্থ এবং শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষন করে বন্দরকে সচল রাখতে হবে। মেয়র দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে দেশের অমূল্য সম্পদ চট্টগ্রাম বন্দরকে সচল রাখতে শ্রমিকদের অবদানের স্বীকৃতি দেয়ার আহবান জানান। ১৩ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি. সোমবার, সকাল ৯ টা থেকে চট্টগ্রাম নগরীর নিমতলা বিমান চত্বরে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারী শ্রমিক কর্মচারী লীগ (সিবিএ)'র আয়োজিত বিশাল শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষনে মেয়র এ আহবান জানান। ২০১০ সনের ২২ ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষরিত দাবী ও চুক্তির শর্ত সমূহ বাস্তবায়নের দাবীতে অত্র সিবিএ আয়োজিত বিশেষ সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মো. মীর নওশাদ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. আলমগীর ২০১০ সনের দাবী ও চুক্তি সমূহ সাধারণ

সভায় উপস্থাপন করলে সভায় উপস্থিত সকল শ্রমিক এ সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণের দায়িত্ব সিবিএ' র নেতৃবৃন্দের উপর ন্যস্ত করেন। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব সফর আলী। বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বন্দর সিবিএ' র সভাপতি আবুল মনসুর, সাধারণ সম্পাদক রফিক উদ্দিন খান, সাধারণ সভায় বন্দর ব্যবহারকারী সিবিএ' র সিনিয়র সহ সভাপতি হাজী মো. হাসান, মো. নুরুল আবছার, নুরুল আমীন ভূইয়া, দুলাল মিয়া, হাজী মো. আইয়ুব দোভাষ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উৎপল বিশ্বাস, আবু বক্কর চৌধুরী বাপ্পী, মো. আমিনুল ইসলাম ভূইয়া, মো. জানে আলম সহ সিবিএ' র নেতৃবৃন্দ। মঞ্চে বন্দর সিবিএ' র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুস সাদেক নান্না, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভার বিশেষ অতিথি জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সফর আলী বলেন, ডক শ্রমিক, মার্চেন্ট শ্রমিক, ল্যাসিং আনল্যাসিং, ষ্টীভিডোরিং শ্রমিক কর্মচারী সহ নানা শ্রেণীর শ্রমিক চট্টগ্রাম বন্দরে শ্রম দেয়। তাদের সম্মিলিত সংগঠন চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারী শ্রমিক কর্মচারী লীগ শ্রমিকদের স্বার্থে দাবী ও চুক্তিনামা উপস্থাপন করেছে। শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল, খাওয়া-দাওয়ার জন্য ক্যান্টিন এবং পর্যাপ্ত শৌচাগার প্রয়োজন। এ বিষয়গুলো গুরুত্বে সাথে দেখার জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান তিনি। জনাব সফর আলী দাবী বাস্তবায়নে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান। চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারী শ্রমিক কর্মচারী লীগ (সিবিএ)'র দাবী ও চুক্তির শর্ত সমূহের মধ্যে মালিক এসোসিয়েশনের ২/৩/২০১৭ তারিখের লিখিত সুপারিশ অনুযায়ী কর্মরত উইন্সম্যানদেরকে বন্দরের শ্রম শাখায় অন্তর্ভূক্তকরণ, কর্মক্ষেত্রে আঘাত প্রাপ্তদের সুচিকিৎসা করা এবং চিকিৎসাকালিন সময়ে দৈনিক জীবিকা ভাতা প্রদান, শ্রমিক কর্মচারীদের গ্রুপ ইনসুরেন্স বাস্তবায়ন করা, কার্গো বার্থে কর্মরত ডক শ্রমিকদের টনিজ ভিত্তিতে মজুরী দেয়া, শ্রমিকদের বর্ষাকালে রেইন কোর্ট প্রদান, শীতকালে গরম পোষাক প্রদান, কন্টেইনার বার্থ, কার্গো বার্থ, বহিঃনোঙর ও সিসিটি এবং এনসিটি কন্টেইনার বার্থসহ সর্বক্ষেত্রে তালিকাভূক্ত শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ, পোষ্য ওয়ারিশগণ এর ওয়ারিশ নিয়োগ, শ্রমিকদের তিন শীফ্ট চালু, জেনারেল কার্গো বার্থে ল্যাসিং আনল্যাসিং শ্রমিক নিয়োগ, বহিঃনোঙ্গরে বন্দরের পরিচয় পত্র প্রদান, বন্দরের অভ্যন্তরে পানি ও টয়লেট সুবিধা নিশ্চিতকরণ, শ্রমিকদের কাজের ঘন্টা দৈনিক ৮ ঘন্টা মেনে চলা, বন্দর ব্যবহারকারী শ্রমিক কর্মচারী লীগকে আসবাবপত্রসহ অফিস বরাদ্দ করা, ইতিপূর্বে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ জারিকৃত সার্কুলার সমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি ১৪টি দাবীনামা সভায় উপস্থাপন করা হয়।

১৩ নভেম্বর ২০১৭খ্রি.

বাংলাদেশ যুব গেমস্-২০১৮ আয়োজন উপলক্ষ্যে সভায় মাননীয় মেয়র

মাননীয় মেয়র ও বাংলাদেশ ক্রীড়া সংগঠক ফোরাম এর সভাপতি এবং চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারন সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীনের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ যুব গেমস্-২০১৮ আয়োজন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি. সোমবার, দুপুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় চট্টগ্রাম বিভাগীয় সকল জেলা ক্রীড়া সংস্থা প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিতি ছিলেন। গেমসে দলগত ও একক ভিত্তিতে ২১টি ইভেন্টে ১৮ থেকে ২০ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি. জেলা পর্যায়ে এবং ৬ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত বিভাগীয় পর্যায়ে এবং ৯ মার্চ থেকে ১৭ মার্চ ২০১৮খ্রি. পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে খেলা পরিচালিত হবে। খেলার ইভেন্টগুলোর মধ্যে দলগত ফুটবল, ভলিবল,বাস্কেটবল, হকি, কাবাডি ও হ্যান্ডবল এবং এককভাবে এ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, শুটিং, টেবিল টেনিস, স্কোয়াশ, কারাতে, তায়কোয়ান্ডো, কুস্তি, জুডো, উশু, ভারোত্তলন, মুষ্টিযুদ্ধ, আর্চারি ও দাবা। উল্লেখ্য যে, উক্ত গেমস্-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান পৃষ্ঠপোষক এর দায়িত্বে রয়েছেন। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়,সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, অর্থ, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন, সড়ক ও সেতু, তথ্য, শিক্ষা ও পরিকল্পনা, সংস্কৃতি, স্বরাষ্ট্র, যুব ক্রীড়া, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর সংশ্লিষ্ট বিভাগ গেমস্ আয়োজনে সহযোগী হিসেবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। একই সাথে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ক্রীড়া পরিদপ্তর, ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, বিজিবি,পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা সমুহ গেমস্ আয়োজনে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অর্ন্তভুক্ত আছে। সভায় চট্টগ্রাম বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সহ সভাপতি আলহাজ্ব আলী আব্বাস, বিওএ সদস্য সিরাজুদ্দিন মো. আলমগীর, নোয়াখালী জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারন সম্পাদক আবদুল ওয়াদুদ পিন্টু, কুমিল্লা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারন সম্পাদক নাজমুল আহসান রোমেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহসভাপতি আবুল কাশেম, চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থার অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শাহাবুদ্দিন শামীম, যুগ্ম সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, নির্বাহি সদস্য আবুল হাশেম, বিওএ সদস্য আমির রোকন বাহার, বাংলাদেশ

অলিম্পিক এসোসিয়েশন এর ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব আশিকুর রহমান নিকু, ডিএসএ সেক্রেটারি মো.ইসলাম বারী, চাঁদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারন সম্পাদক গোলাম মোস্তফা বাবু, খাগড়াছড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার জুয়েল চাকমা, রাঙামাটি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারন সম্পাদক বরুণ বিকাশ দেওয়ান, ডিএসএ সহসাধারণ সম্পাদক আবদুর রব, কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অনুপ বড়ুয়া অপু সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

১৩ নভেম্বর ২০১৭খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মালিকানাধীন চকবাজার আধুনিক চক সুপার মার্কেট এর ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার মতবিনিময়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মালিকানাধীন চকবাজার আধুনিক চক সুপার মার্কেট এর ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে ১২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি. দুপুরে অত্র মার্কেটে চসিক প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ড. মুহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান মতবিনিময় করেন। এসময় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের মধ্যে সভাপতি খোরশেদ আলম, সিনিয়র সহ সভাপতি বেলাল উদ্দিন, সহ সভাপতি সৈয়দ মো. ইকবাল, সেকান্দর মিয়া, সাধারন সম্পাদক জালাল উদ্দিন, সহ সাধারন সম্পাদক মো. মোজাম্মেল হক, অর্থ সম্পাদক মো. সেলিম উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মামুন, দপ্তর সম্পাদক মো. ইউসুফ, প্রচার সম্পাদক রফিক উদ্দিন, ধর্ম সম্পাদক হাফেজ আবু তাহের, সদস্য রাশেদ, নাহিম উদ্দিন এবং চসিক সহকারী এষ্টেট অফিসার এখলাস উদ্দিন আহমেদ মতবিনিময়ে অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময়ে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ অত্র মার্কেটের নিচের ফ্লোর এক ফুট উঁচুকরন, টাইলস্ বসানো, সানশেডের ব্যবস্থাগ্রহণ এবং রং করা, বৈদ্যুতিক ওয়ারিং, ২টি হেলোজিন লাইটের ব্যবস্থা এবং সোয়ারেজ লাইন পরিষ্কার করার দাবী জানান। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ড. মুহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান ব্যবসায়ীদের দাবী সমূহ পুরন করার আশ্বাস দেন।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা